www.bcwsbd.org

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত টুলকিট

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য

BANGLADESH CENTER FOR
WORKERS SOLIDARITY

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত টুলকিট

কেন এই টুলকিট?

- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ধারনা পরিষ্কার করা,
- কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানিকে চিহ্নিত করতে পারা এবং
- কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে শ্রমিক কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কাদের জন্য এই টুলকিট?

- কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য।

টুলকিটে কী কী থাকছে?

- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা কী , সহিংসতার ধরণসমূহ, সহিংসতার কারণ এবং সহিংসতা রোধে করণীয়
- BCWS এর যৌন হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় নারী কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু অভিজ্ঞতার চিত্র
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ও প্রতিকারে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাপত্র এবং এর প্রয়োজনীয়তা
- আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO)'র কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা এবং হয়রানি বিলোপ সনদ সি ১৯০

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বলতে আমরা কী বুঝবো?

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বা আইএলও এর মতে, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির সামাজিক ও প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত পরিচয়ের কারণে তার সাথে সমান আচরণ না করা, যেখানে যৌন হয়রানিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক হয়রানি ও নির্যাতন হচ্ছে এমন কোন সহিংস কাজ বা নির্যাতন বা সামাজিক আচরণ যেগুলো কোন নারী নারী হয়ে ও পুরুষ পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণের কারণে শিকার হয়ে থাকেন। এটি হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, আক্রমণ, হুমকি ও আঘাত যা ঘটতে পারে পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে।

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে বা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৯ সালে একটি রায়ের মধ্য দিয়ে দিক নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করা হবে।

হাইকোর্ট গাইডলাইন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি হলো এমন কোন আচরণ বা ব্যবহার যা নারী শ্রমিকের মর্যাদাকে হানি করে। এর প্রভাবে ভীতিকর কর্মপরিবেশ তৈরি হয়।

যৌন হয়রানি যার সাথে ঘটে তা তার জন্য–

- অবাঞ্ছিত
- অনাকাঙ্খিত
- অপ্রত্যাশিত
- অনিরাপদ
- অস্বস্তিকর

হাইকোর্ট গাইডলাইন অনুযায়ী যৌন হয়রানি বলতে বুঝায়,

সরাসরি শারীরিক স্পর্শ বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ যেমন–

শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা

প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা

যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য/ভঙ্গি

যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; পর্ণোগ্রাফী দেখানো; অশালীন ভঙ্গী/ ভাষা/ মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কাউকে অনুসরণ করা

যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা; টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে যৌন আবেদন বা কটূক্তি করা, ভয়/ ভীতি প্রদান/ মিথ্যা আশ্বাস/ প্রলোভন অথবা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা

প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চাপ প্রয়োগ বা হুমকী দেয়া।

এই নীতিমালার ৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগদাতাগণকে যে সকল কর্তব্য পালন করতে হবে তা হলোঃ

- যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ
- প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করার জন্য যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী,

- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ও প্রতিকারে একটি অভিযোগ কমিটি থাকবে।
- অভিযোগ কমিটি (Complaint Committee) বলতে, যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি যেখানে অভিযোগ দায়ের করবে এবং অভিযোগ দায়েরের পর নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে যে কমিটি কাজ করবে এমন কমিটিকে অভিযোগ কমিটি বলা হয়, যাহা যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক কমিটি (Anti Sexual Harassment Committee) নামে পরিচিত।

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ দায়ের করতে হবে

- অভিযোগকারী ব্যক্তি নিজে / বন্ধু/ চিঠি/ আইনজীবীর মাধ্যমে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন
- অভিযোগকারী ব্যক্তি অভিযোগ কমিটির নারী সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে
- অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ও নির্যাতিত ব্যক্তির নাম গোপন রাখতে হবে
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা
শাস্তিযোগ্য অপরাধ

- **বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯৪, ৩৫৪ এবং ৫০৯ ধারা,**
- **ডিএমপি অধ্যাদেশ ১৯৭৬,**
- **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(ক) এবং ১০ ধারা এ যৌন হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ আছে।**
- **শ্রম আইনের ৩৩২ ধারা অনুযায়ী নারীর প্রতি কেউ বিরূপ আচরণ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ আছে।**

- দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬০-এর ২৯৪, ৩৫৪ এবং ৫০৯ ধারায় যৌন হয়রানির শাস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় প্রকার দণ্ডের কথা বলা আছে।
- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৫ এবং ৭৬ ধারায় যৌন হয়রানি বা উত্যক্ততার ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় প্রকার দণ্ডের কথা বলা আছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯ (৪)(খ) ধারায় অনধিক ১০ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের কথা বলা আছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯(১) ধারায় ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের কথা বলা আছে।
- ৯ (২) এ ধর্ষণ পরবর্তী নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটলে দোষী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আপনার নিজের কথা লিখুন **'আমাদের কথা'** ব্লগেঃ blog.bcwsbd.org

কারখানায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরণসমূহ

মানসিক সহিংসতা

- জিএম এর কক্ষের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা।
- কুৎসিত ভাষায় বাবা-মা তুলে গালি দেয়া।
- নানা অপবাদ ছড়ানো।
- ছবি তোলা।
- অশ্লীল ছবি দেখানো।
- অশ্লীল/ যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ প্রেমপত্র বা এসএমএস দেয়া।
- বাথরুমের দেয়ালে অশ্লীল কথা লেখা।
- চাকরি হারানোর হুমকি ।
- দূর থেকে তাকিয়ে থেকে অস্বস্থি বোধ করানো।
- যৌন সুযোগ লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রোডাকশনের অতিরিক্ত চাপ বাড়িয়ে দেয়া।
- রাতে বাড়ি ফেরার পথে ইভটিজিং, ছিনতাই, পুলিশের হয়রানির ভয়।
- মেয়েদের চেকিং এ হয়রানি।
- প্রয়োজনীয় ছুটি না দেয়া।
- গর্ভবতী নারীদের উপর কাজের চাপ

শারীরিক সহিংসতা

- নানা অযুহাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করা।
- মাথায় টোকা মারা।
- ঘাড়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়া।
- চোখ মারা।
- গায়ে হাত তোলা (মারা)।
- চেম্বারে নিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়া।
- শরীরের দিকে তাক করে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ যেমন, বডি, সূতার বান্ডিল ছুঁড়ে মারা।
- পিঠে হাত রাখা এবং অন্তর্বাস ধরে টান দেয়া।
- গালে-মুখে টিপ দেয়া।

যৌন সহিংসতা

- পুরুষ সহযোগী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং উক্তি করা।
- নিজের জীবনের যৌনালাপ শোনানো।
- যৌন সংক্রান্ত গান করা।
- যৌন ইঙ্গিত পূর্ণ কথা বলা।
- শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দেয়া।
- রাতে বাড়িতে যাওয়ার এবং রাত্রি যাপনের প্রস্তাব
- ‘সেক্সিমাল’ বলা

অর্থনৈতিক সহিংসতা

- যৌন সুযোগ লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জোরপূর্বক চাকুরী থেকে অব্যহতি নিতে বাধ্য করা।
- পূর্ণ পারিশ্রমিক না দেয়া।
- পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা।
- মাতৃত্বকালীন ভাতা পুরোপুরি না পাওয়া।
- ছুটির টাকা কাটা।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানির ফলাফল

নারী কর্মীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল হতে থাকে

নারী কর্মীরা যৌন হয়রানির শিকার হলে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না বা বলার সাহস পায়না

নারী কর্মীরা চাকুরি হারানোর ভয়াবহতা চিন্তা করে, সারাক্ষণ আতংকে থাকে

কাজে ভুল হয়, কাজের ক্ষয়-ক্ষতি ঘটতে থাকে

যৌন হয়রানির শিকার নারীরা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে জীবন ও জীবিকার জন্য এ সব সহিংসতা সহ্য করে

এই অবস্থা চলতে থাকলে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ নারীকর্মীটি তার আত্মবিশ্বাস হারাবে, কর্মস্থল আরও অসংবেদনশীল হয়ে উঠবে এবং কারখানা তথা দেশের ব্যবসায়ের ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে।

২১শে জুন ২০১৯ এ একটি ইতিহাস রচনা হয়। **বিশ্বের সকল কর্মক্ষেত্র সহিংসতামুক্ত হবে, কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও যৌন হয়রানি রোধে ও বিলোপে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা এবং হয়রানি বিলোপ সনদ সি ১৯০ গৃহিত হয়।** এই সনদটি সকল শ্রমিকের কথাই বলেছে।

এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ:

- এটিই প্রথম একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড যা নির্যাতন ও কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধে গৃহিত হয়েছে।
- এই মানদণ্ডটি বিবেচনায় এনেছে যে, প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও নির্যাতন মুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি বরদাস্ত করা হবে না। এই সনদটি প্রচলিত আইনসমূহের ফাঁকগুলো দেখবে।
- সনদ সি ১৯০ ট্রেড ইউনিয়নের জন্য একটি সুযোগ যা নির্যাতন ও হয়রানি রোধে ভূমিকা রাখতে পারবে।
- ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করতে পারে।

এই সনদের বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ হ্রাসের প্রবণতাকে কমিয়ে আনতে এবং নারীর প্রতি কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনা বিলোপ নিশ্চিতে বা বিলোপ করতে ভূমিকা রাখবে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানি বিষয়ে সহযোগিতা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় হেল্প লাইন ঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার - **১০৯**

জরুরী সেবা (পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস) - **৯৯৯**

নাগরিক সেবা (ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, কোভিড ১৯) - **৩৩৩**

স্বাস্থ্যবাতায়ন - **১৬২৬৩**

শিশু নির্যাতন ও শিশুদের জন্য যে কোন সেবা - **১০৯৮**

মানবাধিকার - **১৬১০৮**

সহযোগীতার জন্য BCWS এর অফিসসমূহে যোগাযোগ করুন

প্রধান কার্যালয়
৪৬৪/এইচ(৪র্থ তলা), ইসলাম টাওয়ার
পশ্চিম রামপুরা, ডিআইটি রোড,ঢাকা-১২১৯
ফোন ঃ+৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯,
মোবাইল ঃ +৮৮ ০১৮১৯১৯৮২০৪

জিরাবো শাখা অফিস
হোল্ডিং-৩৭০ (নীচ তলা), রোড-০৬, ওয়ার্ড-০৮
জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা।
ফোন ঃ +৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯
মোবাইল ঃ + ৮৮ ০১৬৭৭-৩০৫০৭৩।

কোনাবাড়ী শাখা অফিস
হোল্ডিং-৫২২(তৃতীয় তলা), মিহিরজান কমপ্লেক্স
আমবাগ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।
ফোন ঃ+৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯,
মোবাইল ঃ +৮৮ ০১৮৭৯-০০১৮৭০

নারায়নগঞ্জ শাখা অফিস
হোল্ডিং-০১(তৃতীয় তলা), রোড-১৩, হিরাঝিল
সিদ্দিরগঞ্জ আবাসিক এলাকা, নারায়নগঞ্জ।
ফোন ঃ+৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯
মোবাইল ঃ + ৮৮ ০১১২১৭৫৮১৬

গাজীপুর শাখা অফিস
হোল্ডিং -১৭৯৪ (দ্বিতীয় তলা), কুনিয়া
বড় বাড়ী, গাজীপুর।
ফোন ঃ+৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯,
মোবাইল ঃ +৮৮ ০১৯১৮-৪৫৭২২৩

ফতুল্লা শাখা অফিস
হোল্ডিং-১২(দ্বিতীয় তলা), ব্লক-এ, রোড−০১,
সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।
ফোন ঃ+৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯,
মাবাইল ঃ +৮৮ ০১৭৫৬-৭৫৩০০২

আশুলিয়া শাখা অফিস
১৩৫৭, মধ্য গাজীরচট (বাইতুন নূর জামে মসজিদ)
আলিয়া মাদ্রাসা, আশুলিয়া, ঢাকা।
ফোনঃ +৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯,
মোবাইলঃ + ৮৮ ০১৬৭৭-৩০৫০৭৩।

চট্রগ্রাম শাখা অফিস
অপু বিল্ডিং (৪র্থ তলা),৬১৯ হাফিজ উল্যাহ লেন,সুলতান কলোনী,
চৌমহুনী, পাঠানতুলী, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম।
ফোনঃ +৮৮ ০২-৫৫১২৮২৩৯,
মোবাইলঃ +৮৮ ০১৮২৫-০৮৪৫৪৮

আপনার কারখানায় কি যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক কমিটি (AHC) আছে?

আপনার নিজের কথা লিখুন **‘আমাদের কথা’** ব্লগেঃ blog.bcwsbd.org

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি (BCWS)

প্রধান কার্যালয় (রামপুরা, ঢাকা)
ইসলাম টাওয়ার ৪৬৪/এইচ, চতুর্থ তলা
পশ্চিম রামপুরা, ডিআইটি রোড, রামপুরা
ঢাকা-১২১৯
+৮৮০ ২ ৫৫১২৮২৩৯

প্রণয়ন সহযোগিতায়:
সানাইয়া ফাহীম আনসারী, জেন্ডার কন্সালটেন্ট
সহযোগিতায়: দিল আফরোজ আক্তার, কন্সালটেন্ট

গ্রাফিক ডিজাইন: **ইমরান হোসেন**

Laudes Foundation এর অর্থায়নে টুলকিটটি প্রস্তুত করা হয়েছে

Copyright ©2021 Bangladesh Center for Workers Solidarity